

# PILANI INVESTMENT AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

CIN : L24131WB1948PLC095302

REGD. OFFICE : BIRLA BUILDING, 9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD, KOLKATA-700001

---

Email : pilani@pilaniinvestment.com, TELEPHONE : 033 4082 3700 / 2220 0600, Website : www.pilaniinvestment.com

15<sup>th</sup> July, 2026

The Manager,  
Listing Department  
National Stock Exchange of India Ltd.  
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1, G Block  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai – 400 051

The Manager (Listing)  
BSE Ltd.  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street,  
Mumbai-400 001

**Sub: Newspaper Publication**

**Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS :: BSE: 539883:: ISIN: INE417C01014**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copy of newspaper publication regarding Transfer of Equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority published in Financial Express (English daily) and in Aajkal (Bengali daily) on Wednesday, 15<sup>th</sup> July, 2026.

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Pilani Investment and Industries Corporation Limited**

**Company Secretary**

*Encl: As above*





## ৯ বছরে ২৮-তম প্রযোজনায় চাকদহ নাট্যজন

# শান্তিগোপালের খোঁজে যাত্রাগোপাল



যাত্রাগোপাল: একটি দৃশ্য সঞ্জীব সরকার ও সুমন পাল।

## অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পেলে সেজে নাকি মাঠে নেমেছেন শান্তিগোপাল, এমন কৌতুকে এক সময় মুখর হয়ে উঠেছিলেন বহু বাঙালি ফুটবলপ্রেমী। অবসর নেওয়া পেলে কলকাতায় এসে তাঁর খেলায় মন ভরাতে পারেননি বহু দর্শকের। তাই, ফুটবল-ঈশ্বরের ভূমিকায় নাকি মাঠে নেমেছিলেন শান্তিগোপাল, এই কৌতুক-রচনা সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

আসলে, যাত্রার প্রথাত নট শান্তিগোপালের পক্ষে সব চরিত্র হয়ে ওঠাই সম্ভব, এমন একটা বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল যাত্রামৌদি বাঙালি দর্শকদের মধ্যে। মঞ্চে হিটলার থেকে মার্শ, নেতাজি থেকে লেনিন— সব চরিত্রেই যাত্রার আসর মাত করেছেন শান্তিগোপাল। তাঁর পরে আর কেউ এই ধারাকে বহন করার ক্ষমতা দেখাননি।

জীবনকালেই মিথ হয়ে ওঠা শান্তিগোপালকে নতুন করে ফিরিয়ে আনল চাকদহ নাট্যজন, থিয়েটারের মঞ্চে। চাকদহ নাট্যজনের মাত্র ৯ বছরের দল। এই ৯ বছরে ২৮টা নাটক প্রযোজনা করল এই নাট্যদল। তার মধ্যে যখন আছে উপলব্ধতের ‘ব্যারিকেড’, নবনির্মিত ‘বিক্রন্দল কাব্য’, তেমনই সাম্প্রতিক প্রযোজনা ‘যাত্রাগোপাল’। চাকদহ নাট্যজনের সব সদস্যের আত্মরিক অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে এই নাট্যদল। এবং বিবর্তিহীন ভাবে চাকর করে ৯ বছরে ২৮টি নাটক প্রযোজনা করেছে চাকদহ নাট্যজন।

এটি চমকপ্রদ ঘটনা কেনও নাট্যদলের ক্ষেত্রে। সুমন বললেন, আমরা সকলে মিলে নাটক নিয়ে বাঁচি। তাই চাকদহ নাট্যজনের সব সদস্যের আত্মরিক অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম ও ভালবাসায় এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রযোজনার সংখ্যা বেশি হলেও প্রযোজনায় কোনও খামতি রাখতে রাজি নন তাঁরা। একদিকে যেমন উৎপল দত্তের ‘ব্যারিকেড’ মঞ্চস্থ করছেন দেশে

চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়, অন্য দিকে সাম্প্রতিককালে



## ৯ বছরে ২৮-তম প্রযোজনায় চাকদহ নাট্যজন

যাত্রাপালায় যিনি ছিলেন হিটলার থেকে মার্শ, লেনিন থেকে নেতাজি— তিনিই শান্তিগোপাল। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নাটক ‘যাত্রাগোপাল’-এ নকল শান্তিগোপাল দর্শকদেরও পৌঁছে দেয় আসল শান্তিগোপালের কাছে। নামভূমিকায় বিশিষ্ট অভিনেতা সঞ্জীব সরকার।

দেবাশিসের লেখা ও পরিচালনায় ‘একটা ইঙ্কুল’ মঞ্চে এনেও চমকে দিয়েছেন দর্শকদের। সুমন বললেন, বাংলাদেশের সায়িক সিদ্দিকির পরিচালনায় রোমিও জুলিয়েট নিয়ে ‘ভানু সুন্দরীর পালা’ও দর্শকদের ভালবাসায় অভিনয়ে ১৫০০ রজনী পার করেছে।

এবার চাকদহ নাট্যজনের নতুন নাটক ‘যাত্রাগোপাল’ দর্শকদের নতুন স্বাদ দিতে চলেছে। নাটকটি লিখেছেন এই সময়ের বিশিষ্ট নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। উজ্জ্বল বললেন, এই নাটক কিন্তু শান্তিগোপালের জীবন নিয়ে নয়। এক কল্পিত মানুষের কাহিনি। সে হল গোপাল। এই অভিনেতা আসলে শান্তিগোপালকে নকল করে, ওই বিখাত অভিনেতার বদলি হিসেবে গ্রামেগঞ্জে যাত্রা করে বেড়ায়। যারা তরুণ অপেরার আসল শান্তিগোপালের পালা আনতে পারে না টাকার অভাবে, তাদের চাহিদা মেটাায় নকল শান্তিগোপাল। সেই যাত্রাগোপাল। কিন্তু হিটলার থেকে মার্শ, লেনিন থেকে নেতাজির চরিত্র করতে করতে, তার মধ্যে জটিল দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। গোপাল ভাবে, আমি যখন মরব, তখন কি ফ্যাসিষ্ট হিটলার হয়ে মরব, নাকি মানবিক মার্শ হয়ে? উজ্জ্বল বললেন, এই ভাবনার সূত্র ‘যাত্রাগোপাল’ হয়ে ওঠে এক রাজনৈতিক নাটক, যে নাটক এক বৃহত্তর দর্শনকে ছুঁতে চেষ্টাছে। নির্দেশক সূদীপ দত্তের কাজে খুব খুশি নাট্যকার উজ্জ্বল। খুশি চাকদহ নাট্যজনের সব শিল্পী এবং এ নাটকের প্রাণপুরুষ সঞ্জীব সরকার। বাংলা মঞ্চে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সঞ্জীব। তার মনে করেন, তার অভিনয়-যাত্রায় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন ‘যাত্রাগোপাল’। এই নাটকে যাত্রাগোপালের শাগড়ের নম্বর ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুমন পাল। সুমন বললেন, সেবাম্বা তিনটি শো হয়েছে ‘যাত্রাগোপাল’-এর। দর্শক-প্রতিজ্ঞায় তারা খুশি। তাঁরা তাকিয়ে আছেন চাকদহ নাট্যজনের জন্মদিনের দিকে। ওই দিন, ১৭ আগস্ট অ্যাকাডেমিতে আসছে ‘যাত্রাগোপাল’। নাট্যজনের সকলেই মনে করলেন, এবার জন্মদিন পালনে ‘যাত্রাগোপাল’ই তাঁরা নিজেদের উপহার দিচ্ছেন এবং উপহার দিচ্ছেন বাংলার দর্শকদের। সুমন বললেন, আরও মহড়া চলেছে এই নাটকের। ফলে, আরও জন্মজন্মটাই হয়ে কলকাতার মঞ্চে প্রবেশ করবে যাত্রাগোপাল।

# প্রবীণ শিল্পীদের সম্মানে

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: ওয়েস্ট বেঙ্গল শোশন পিকারার আর্টিস্টস ফোরাম-এর ‘শ্রদ্ধাঞ্জলি ২০২৬’ নামাঙ্কিত বর্ণময় সন্মার সাক্ষী রইল বাংলার চমক্চিহ্ন মহল। রবীন্দ্র সদনে। বর্ষীয়ান অভিনেতাদের এনি সম্মান জানানো হয় আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে। আগেই বাড়িতে গিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করা হয় বর্ষীয়ান অভিনেতা নির্মল কুমার, চিত্রা সেন, সন্ধ্যা রায়কে। এনিম মঞ্চে সম্মানিত করা হল সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, গিলি চক্রবর্তী, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, ধীমান চক্রবর্তী, অলোক গাঙ্গুলি, অলনকারা রায় বানার্জি, নিমাই ঘোষ, গীতাজি, আনাদেসর ভালবাস, মিতা চট্টোপাধ্যাকে। সন্মাননার উত্তরে কিংবদন্তি অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘জীবনে

ভাল, মন্দ সবই দেখেছি। শুধু ভেবেছি আর হেঁটেছি, কখনও আলো, আবার কখনও অন্ধকারের রাস্তায়। হাটতে হেঁটেই আজ এমন একটা মঞ্চে এসে পৌঁছেছি, যেটা হেঁট-কাঠ-পাথর দিয়ে তৈরি নয়, আনাদেসর ভালবাস, শুভঙ্কর দিয়ে তৈরি।’ প্রবীণ শিল্পীদের টুকরো টুকরো স্মৃতিতে শুজ্জল হয়ে ওঠে এদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। প্রনেজিং চট্টোপাধ্যায় বলেন, ওঁদের সম্মান জানিয়ে আজ আমরা কৃত্যর্থ হলাম। তাঁরা না থাকলে আমরা পারতাম না কাজ করতে। আসত না আজকের দিনটাও। উপস্থিতি ছিলেন অভিনেত্রী তথা বিখ্যাক রূপা গাঙ্গুলি। অন্তর্জনাট সুনন্দ হয়ে ওঠে আবির চট্টোপাধ্যায় ও বিত অন্তঃগুণর সাবলীল সংযোজনায়।

# আষাঢ়ের প্রথম দিবসে

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: আষাঢ়ের প্রথম দিবসে উল্লেখ করা কালিদাস উৎসব। বিপ্লবা আন্বাডেমি প্রেক্ষাগৃহে। ‘অদ্বিতীয়’

আয়োজিত এই যাপন আজ ৯ বছর অতিক্রান্ত হল। কালিদাসের সূত্র ‘মেঘদূত’কে অদ্বিতীয় যাপন করে প্রথম বর্ষীয় আনন্দরূপে। সারা বছরই একটা দিন অদ্বিতীয় তার আঙিনা সাজিয়ে তোলে নানান ফুলের গন্ধে, যা বর্ষাকের আরও কাছে নিয়ে আসে। বর্ষা আশ্রয়। নবীন কিশলয় মাথা নেড়ে উঠে পাড়িয়ে তার আহ্বান জানায়, লুটিয়ে পড়ে মালতী, জুই, বেলি, কদম। সেই দিন চির নৃতনের কবির সঙ্গে চির পুরাতন

অতিথি ছিলেন সুশোভন অমিকারী, নরেশ ব্যানার্জি, জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য, মালবিকা সেন, মনস্বী লাহিড়ী, প্রবীণা ভট্টাচার্য।

অতিথি নৃত্যশিল্পী ছিলেন শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়, সোমস্বতা চক্রবর্তী, অম্মেয়া বাগ্চী, অমৃতা ঘোষ, পল্লবী রুজ। ছিল অদ্বিতীয়র নিজস্ব নৃত্য গীতি আলেখ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানের ভাবনা ও নৃত্য নির্দেশনায় ছিলেন ইস্কন্দীন রায়।

**PUBLIC NOTICE**  
**NOTICE** is hereby given that the owner, Allpore Consultants LLP, is presently not in physical custody of the following original title document, and the same has not been found inspite of a diligent search ("Lost Deed"):  
An original Indenture of Conveyance dated 16<sup>th</sup> April 1971 registered with the Registrar of Assurances at Calcutta in Book No. 84 Pages 135 to 145 Being No. 1360 for the year 1971 wherein Dayapore Tea Co. Ltd. purchased from Sachindra Choudhury, Vendor, All that messuage tenement dwelling house together with a piece of parcel of land measuring an area of 1 Bigha 10 Cotahs 5 Chittaks and 10 Square Feet more or less situate lying at and being premises No. 14A Judges Court Road (formerly being the western portion of premises No. 14 Judge's Court Road) Kolkata 700027.  
Accordingly, we have lodged a General Diary in Allpore Police Station, Kolkata, vide GD/IE No. 942 dated 13/07/2026.  
If any person/s has/have found the Lost Deed or if the same is held by them for any purpose either by way of equitable mortgage or any charge or for any other purpose/s, they are requested to make the same known in writing, along with copies of supporting documents, to the undersigned within 14 (fourteen) days from the date hereof and shall also have the Physical Lost Deed delivered to us. The actual charges incurred for the same will be reimbursed.  
Dated this 14<sup>th</sup> day of July, 2026  
**For Allpore Consultants LLP**  
Sd/-  
**Arun Prasad Shaw**  
**Nominee of J. L. Morison (India) Limited**  
**Designated Partner**  
**DPIN: 06888657**  
**Adventic Intelliv @ 5, Plot No. 5, Block - BN, Office No. 1106, 11<sup>th</sup> Floor, Sector - V, Salt Lake, Kolkata – 700091**

**পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড**  
**সিআইএন: L24131WB1948PCL095302**  
**রেজি. অফিস: বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০০১**  
**ফোন: ০৩৩ ৪০৮২২ ৪৭০০ / ২২২০ ০৬০০, ফ্যেক্সইটি: www.pilaniinvestment.com**  
**ই-মেইল: pilani@pilaniinvestment.com**

**কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি**

**ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)-এ ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তর**  
সংশোধিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকটিভিং, অডিট, ট্রাস্টফর অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ("নিয়মাবলী")-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৬-এর ১২৪(৬) ধারার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, কোম্পানিটি সেই সমস্ত শেয়ার আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে বাধ্য, যার সাপেক্ষে সমস্ত লভ্যাংশ টানা সাত বছর ধরে অগ্রদূত বা দাবিহীন রয়ে গেছে। ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বর্ষ পর্যন্ত দাবিহীন লভ্যাংশ ইতিমধ্যেই আইইপিএফ-এ স্থানান্তর করা হয়েছে।

মনে রাখবেন যে, ২০১৮-২০১৯ আর্থিক বর্ষের জন্য অগ্রদূত লভ্যাংশ দাবি করার শেষ তারিখ ২৪ অক্টোবর, ২০২৬। উক্ত নিয়ম অনুযায়ী যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার ইনভেস্টর একেশ্বরন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে স্থানান্তরের যোগ্য, কোম্পানি তাদের নির্দিষ্ট ত্রিকনায় বাক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে চিঠি পাঠিয়েছে। এই চিঠিতে তাদের অগ্রদূত লভ্যাংশ দাবি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নথিপর জমা দেওয়ার বিষয়ে জানানো হয়েছে, যা করতে বার্য হলে তাদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে। শেয়ারহোল্ডারদের উক্ত চিঠিতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্রগুলি ২৪ অক্টোবর, ২০২৬-এর মধ্যে কোম্পানি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রাস্টফার এজেন্টের কাছে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো বৈধ দাবি না পাওয়া গেলে, কোম্পানি উক্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আর কোনো নোটিশ ছাড়াই উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে। যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা টানা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ নগদায়ন করেননি এবং যাদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের যোগ্য, তাদের বিশদ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.pilaniinvestment.com-এ উপলব্ধ রয়েছে।

লক্ষ্য রাখবেন যে, উক্ত নিয়মাবলী অনুসারে আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত দাবিহীন লভ্যাংশের পরিমাণ এবং শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি গ্রাহ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ উক্ত নিয়মাবলীতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর আইইপিএফ কর্তৃপক্ষ থেকে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত শেয়ার এবং দাবিহীন লভ্যাংশ উভয়ই দাবি করতে পারেন, যার বিস্তারিত বিবরণ www.iepf.gov.in-এ পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে কোনো তথ্য বা ব্যাখ্যার জন্য, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানিকে pilani@pilaniinvestment.com-এ ইমেইল করতে পারেন অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রাস্টফার এজেন্ট মেসার্স নিশে কৈনেনালিস প্রাইভেট লিমিটেড-এ ৩৫ অকল্যার্ড গেসে, ৮ম তলা, রুম নং ৭৫ এবং ৭৫ বি, কলকাতা-৭০০০১৭ ত্রিকোনা ফোনাযোগ করতে পারেন। ই-মেইল: nichetechpl@nichetechpl.com, ফোন নম্বর: ০৩৩ ২২৮০৬৮১৬ / ২২৮০৬৮১৭।

বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.pilaniinvestment.com-এও পাওয়া যাবে।

**পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষে**  
**আর, এস, কাপাস**  
**কোম্পানি সেক্রেটারি**  
**এফসিএন-৮৫৮৮**

স্থান: কলকাতা  
তারিখ: ১৪.০৭.২০২৬

**টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**  
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ১১, টিওয়ার 'এ', পেরিন্সিপাল বিজনেস পার্ক, মল্লারতও রুমস ৬০১, লোয়ার পল্লের, মুম্বই- ৪০০০১০। CIN No: U67190MH2008PLC187552

**দাবি বিজ্ঞপ্তি**

**সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনএসসিএসটি) রুলস, ২০০২ ("রুলস")-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটিইন্টারেস্ট অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনেক্সেসসেট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যান্ড, ২০০২ ("অ্যান্ড")-এর ১৩(২) ধারাবািন।**

যেহেতু টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (টিসিএইচএফএল)-এর অধিকাংশ আধিকারিক হিসেবে নিম্নলিখকরাগণের উক্ত রুলসের ৩-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২১) ধারাবািন অধিকৃত ক্ষমতাবলে এখানে নীচের তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ [এখানে সকলকে একত্রভাবে কিংবা সমিলিতভাবে ‘সায়বন্ধগণ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে]/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ), এবং প্রতি উক্ত অ্যাক্টের ১০(২), ধারাবািন নীচে লেখা তালিকার সর্বশেষ বিন্দু দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলি ইতিমধ্যেই জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাক্ত পরিশোধের জন্য তাদের লেখা আহ্বান জানানো হয়েছিল। প্রান্তিকীকরণের-সহ রেজিস্টার মাধ্যমে পাদ্যনে উক্ত উত্তরাধিকারী প্রতিলিপি নিম্নলিখকরার কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত দায়বদ্ধগণ/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)/ অগ্রহী থাকলে যে কোনও কার্তার দিন অবিস চলারগ স্বাক্ষরিত মেসেজে নিম্নলিখকরার কাছে সংশ্লিষ্ট বিবস্তার প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নিতে পারেন। ওপরে লেখা বিষয় সংক্রমে, সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধগণ/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর প্রতি আরও একবার এই বিবস্ত্রিত দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধগণ/ যারা ঋণকর্তৃপক্ষ/ ঋণগ্রহীতা এবং অন্যান্য নথি/ লিখিত চিঠি-সহ পঠনীয় নীচের তালিকার (১)-তে উল্লিখিত তারিখ থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তাদের পালন উল্লিখিত অর্থাক্ত সংশ্লিষ্ট বিবস্ত্রিত তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে টিউওইচএফএল-কে প্রদান করেন। নথ্যায়ন করে। উক্ত ঋণের পরিশোধ বিলম্বিত করার জন্য জামিন হিসেবে উক্ত দায়বদ্ধগণ/ নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসংস্পদ(গুলি) টিসিএইচএফএল-এর কাছে থাকা রাখতে হবে/নিবেদন।

| ক্রম নং | আবকাউন্ট নম্বর                                    | দায়বদ্ধগণ/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ) -এর নাম                                                        | নিম্নলিখিত তারিখের মোট অর্থাক্ত অর্থাক্ত | দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এনপির তারিখ |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| ১.      | TCHHL05000001 00143404 এবং TCHIN05000001 00145266 | মহা হাসান রাজা (ঋণগ্রহীতা) মিঃ মহঃ মুনতাজা (সহ-ঋণগ্রহীতা)                                                            | ₹৫০,৭০,০৩৮/- এবং ₹২,১৬,৬৭০/-             | ০৭.০৭.২০২৬ ০৪.০৭.২০২৬             |
| ২.      | 10315100 এবং TCHIN05 00000110 189411              | সুনুকা রায় (ঋণগ্রহীতা) সুনুকা রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা) মিঃ অরিন্ডিং রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা) মিঃ উত্তরা হালদার (সহ-ঋণগ্রহীতা) | ₹১৫,৩৩,৫০০/- এবং ₹৩,১৬,৫৩০/-             | ০৭.০৭.২০২৬ ০৪.০৭.২০২৬             |

সুরক্ষিত সম্পত্তি/স্থাবর সম্পত্তি/বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত সম্পত্তির অতিরহাও সমগ্র পরিমাণের সমন্ধক যার হিতি ও বিবরণ: নিম্নোক্ত নামক বিভিন্নয়ে গ্রাউন্ড এরিয়ে (উত্তর-পূর্ব দিকে) ফ্ল্যাট নং ‘১/১’, পরিমাণ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট (সুপার বিন্ট আপ এরিয়া), বিভিন্নটি যে জমির স্ট্রিট-এর উপর নির্মিত তার পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা, ৩ ছটাক এবং ৩০ বর্গফুট, দাগ নং ৭৫২-এর মালিক, খতিয়ান নং ১৬, জে এল নং ১৪, রে সা নং এন.জি.ডি.৫.৬, (সি), টোলিজ নং ১২৮৬/২৮-৩, মৌজা- সনরা, বানার্জিজলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যা বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের সিমানায় মিউনিসিপাল ওয়ার্ড নং ৬৬-এর অন্তর্গত মিউনিসিপাল প্রেমিসেস নং ৪৯/২১ চন্দ্র নাথ রায় (জে সি.এন. আর. রোড নামেও পরিচিত) হিসেবে পরিচিত।

৩. TCHHL05000007 10009400 কৃশাল সিং (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতী সিরিতা কুমারী সিং (সহ-ঋণগ্রহীতা) ₹১৪,৩১,৭০৮/- ০৭.০৭.২০২৬ ০৭.০৭.২০২৬

সুরক্ষিত সম্পত্তি/স্থাবর সম্পত্তি/বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত সম্পত্তির অতিরহাও সমগ্র পরিমাণের সমন্ধক যার হিতি ও বিবরণ: একটা আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি২, ২ নং ফ্লোরে, উত্তর-পশ্চিম কোর্সে, টিওয়ার- বি. নীলপাঞ্জ রোড, থানা- খুদরু, ওয়ার্ড নং ৮, চেংভিং নং ১৮৮, পানিহাটী নামক বিজিউ সুবিধাভুক্ত ফ্লি-৪ তলা বিশিষ্টে মার্বেল ফ্লোর বিশিষ্ট ৮০০ বর্গফুট পরিমাণের একটি ফ্ল্যাট। অন্যান্য বাদিলদের সাথে সাধারণ ব্যবহারের ভিত্তিতে যে জমির স্ট্রিটের বন্ধিহিত তাতে আনুপাতিক অধিকার এবং উক্ত বিভিন্নটি সামান্য কর্মক্ষেত্র ৯ কাঠা ১১ বর্গফুট জমির উপর অবস্থিত, যা জে এল নং ১১, আর এল নং ০১, টোলিজ নং ১৫৫, খতিয়ান নং ৫০৬-এ অন্তর্গত, আর এল এল আর দাগ নং ১১৫৬/৩০২-এর অন্তর্গত, যার জমির পরিসর সামান্য কর্মক্ষেত্র ৭ কাঠা ৪ ছটাক ১০ বর্গফুট এবং ওয়ার্ড ৪৫৭ এর অন্তর্গত, জমির পরিমাণ ৩০১, টোলিজ নং ১৫৫, খতিয়ান নং ৫০৩, দাগ নং ১১৫৬/৪৫৭-এর অন্তর্গত, ১১ পরিসর সামান্য কর্মক্ষেত্র ১ কাঠা ১২ ছটাক ৪৩ বর্গফুট, টিওয়ার ‘০’ এবং ‘বি’-তে সমস্ত ইন্ডেন্ট অধিকার সহ। সম্পত্তি ট্রেডিং ও চতুর্দশী: উত্তর- পূর্বা নম্বন গোয়ালারা বাড়ি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ গ্যাসের, পূর্ব- ২৫ ফুট চওড়া মিউনিসিপাল রাস্তা, পশ্চিম- ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপাল রাস্তা এবং তার পার কেরার নাথ স্ট্রিট দিলে এবং এগুলি লিমিটেড।

তারিখ: ১৫.০৭.২০২৬ স্বঃ- অনুমোদিত আধিকারিক স্থান: পশ্চিমবঙ্গ টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর পক্ষে

| ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া                                                                                                          |                                                                  | বকেয়া লকার                                                                           |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bank of India BOI                                                                                                            |                                                                  | ভাড়া প্রদানের জন্য নোটিস                                                             |                                                                           |
| ২৬ গি সেলেক্টেড, ফার্স্ট ফ্লোর ও গি গার্লস সলবি, কলকাতা-৭০০০২০ ই-মেইল: bhovanipur.kolkata@bankofindia.co.in, ফোন-০৩৩-২৪৭৩৭৫৪ |                                                                  |                                                                                       |                                                                           |
| ক্রম নং                                                                                                                      | লকার ধারকের নাম                                                  | ট্রিকানা                                                                              | ১৭-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া লকার ভাড়া + অন্যান্য যে কোনো চার্জ (৳-এ) |
| ১                                                                                                                            | নবিনী দে এবং শবীন্দ্রনাথ মিত্র লকার নং-০০০২৩২১ টাইপ-এ            | ১/১ কবি নবীন সেন সেন, কলকাতা-৭০০০১৪                                                   | ₹৪০০০/- ১৭-০৬-২০২৫ ২০-১১-২০২৫ ২৪-০৬-২০২৬                                  |
| ২                                                                                                                            | শ্রাবণী চৌধুরী এবং সঞ্জীব চৌধুরী লকার নং-০০০২১২১ টাইপ-সি         | ৬৯টি/১৪ মিলা বন্ধারায় সাং রোড, কলকাতা-৭০০০২৩                                         | ₹২০০০/- ১৭-০৬-২০২৫ ২০-১১-২০২৫ ২৪-০৬-২০২৬                                  |
| ৩                                                                                                                            | অম্বিক কুমার দাস এবং সীমা দাস লকার নং-০০২৭৪০ টাইপ-সি             | ৪৬ ছুল রোড, নলতা, দলনম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা-৭০০০২৮                                   | ₹২০০০/- ১৭-০৬-২০২৫ ২০-১১-২০২৫ ০১-০৬-২০২৬                                  |
| ৪                                                                                                                            | শর্মিষ্ঠা গাঙ্গুলী এবং সুব্রজ বসু লকার নং-০০২৬৬৪ টাইপ-সি         | ১৪৮ শরৎ পুর্ন রোড কলকাতা-৭০০০২৮                                                       | ₹২০০০/- ১৭-০৬-২০২৫ ২০-১১-২০২৫ ০১-০৬-২০২৬                                  |
| ৫                                                                                                                            | তরুন ভট্টাচার্য লকার নং-০০২৬৬৪ টাইপ-সি                           | ১৫৬/এ, সেনিমন সলবি, কমলাদাস সেন্টার, ফার্স্ট ফ্লোর, রুম নং এফ/৬, এফ/৪, কলকাতা- ৭০০০১৩ | ₹৪০০০/- ১৭-০৬-২০২৫ ২০-১১-২০২৫ ২৪-০৬-২০২৬                                  |
| ৬                                                                                                                            | সিমরান্ধি সিং কোথাল এবং শশ্বতিকা সিং কোথাল লকার নং-০০২৬৬৪ টাইপ-এ | ২টি গার্ডা ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৮                                                    | ₹৪০০০/- ১৭-০৬-২০২৫ ২০-১১-২০২৫ ০১-০৬-২০২৬                                  |

উপরে উল্লিখিত নম্বর লকার ধারক ব্যাধ অথ ইচ্ছাি ডাবনীপুর্ন শাখা লকার ব্যবহার করছেন। আমরা উপরে সারণি ৫ নং কলামে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বকেয়া লকার ভাড়া প্রদানের বিষয়ে বিবিস্ত যোগাযোগ করেছি। তা সত্ত্বেও, বিভিন্ন অনুমায়ক প্রদান করা হলেও ভাড়া পরিশোধ করা হয়নি। নম্বর লকার ধারকের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপরে সারণির ৪ নং কলামে উল্লিখিত বকেয়া ভাড়া জমা দেওয়ার জন্য আবারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অর্থ প্রদান না করার ক্ষেত্রে, এই প্রকাশনা/বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিন পর ব্যাধ তাদের লকার ধারকের) সম্পূর্ণ নিজস্ব বুদ্ধি এবং দায়িত্বে এবং তাদের ঋণ ও তারের বিনিময়ে লকার ট্রিকি করে খুলতে বাধ্য হবে।

অনুমোদিত আধিকারিক স্থান: কলকাতা ব্যাধ অথ ইচ্ছাি


**ICICI Bank**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড, রিজিষ্টার্ড অ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, চকোনাপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, পল্টো কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১১

## প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসংখ্যান বিস্তারিত জন্ম তৈয়ারি তথ্য ই-নিলাম

[কল চ ৬]-এর সহস্রানুসঙ্গ শিটটি

### হাবের পরিসংখ্যান বিস্তারিত জন্ম বিজ্ঞপ্তি

সিউবিআই ইন্টারনেট (এনফোর্সেবল) কলস, ২০০২-এর কল চ ৬]-এর সহস্রানুসঙ্গ-সহ পণ্ডারী সিউবিআইইন্ডোনেস ব্যাংক গ্রুপসিউবিআইএন অফ সিউবিআইএন অফসিউবিআইএন অফসিউবিআইএন অফ সিউবিআইএন ইন্টারনেট ব্যাংক সিউবিআইএন ইন্টারনেট ব্যাংক, ২০০২ অফসিউবিআইএন হাবের পরিসংখ্যানসহ বিজ্ঞপ্তি জন্ম ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞপ্তি।

এক্সট্রা কলসপার এবং বিসিইসি সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুরক্ষিত সুর